17 JAN 2013

সংবাদ

তারিখ ... 17 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আদালতের আদেশ উপেক্ষিত

বন্ধ হচ্ছে না নোটগাইড নকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবসা

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানও অসফল

রাকিব উদ্দিন

আদালতের নির্দেশ এবং বারবার গোয়েন্দা সংস্থার অভিযান সত্ত্বেও বন্ধ হচ্ছে না নিষিদ্ধ নোট-গাইড, সহায়ক ও নকল পাঠ্যবইয়ের রমরমা ব্যবসা। অসাধু ব্যবসায়ীরা নীতিমালাও মানছে না। দেশব্যাপী চলছে নৈরাজ্য। পুরান ঢাকার বাংলাবাজার, নীলক্ষেতসহ সারাদেশে চড়া দামে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ বই। বিকৃত ইতিহাস, তথ্য-বিভ্রাট ও মুদ্রণ প্রমাদে ভরপুর এসব বই পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলে উদ্বৃত্ত থাকা বিনামূল্যের পাঠ্যবইও বিক্রি হচ্ছে খোলাবাজারে। এক শ্রেণীর নীতিভ্রষ্ট শিক্ষক বিনামূল্যের পাঠ্যবই বাজারে বিক্রি করছে মুদ্রণ শিল্প নেতাদের মাধ্যমে। আর অতি উৎসাহী এক শ্রেণীর অভিভাবক টাকা দিয়ে এসব কিনছেনও।

এই পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ নোট-গাইড, নকল পাঠ্যবই কেনা ও বিক্রি প্রতিরোধে দেশের ডেপুটি কমিশনারদের (ডিসি) নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। গতকাল এ নির্দেশনাপত্র সব ডিসির কাছে পাঠানো হয়েছে। এর অনুলিপি জেলা পুলিশ সুপার (এসপি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও থানার ওসিদের দেয়া হচ্ছে। এর আগে রাজধানীর বাজার থেকে নিষিদ্ধ বই জব্দ করতে গত ২২ নভেম্বর ঢাকা জেলা প্রশাসন ৯টি মোবাইল কোর্ট গঠন করেছিল। কিন্তু দু-একদিন অভিযান চালিয়েই দায়িত্ব শেষ করে জেলা প্রশাসন। অভিযোগ আছে, পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় নোট-গাইড ও নকল বইয়ের বাণিজ্য চলছে। এদিকে আইনমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে প্রণীত বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও

ব্যবসা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

... ১৫ ... কলাম ... ১

ব্যবসা : পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) নীতিমালা উপেক্ষা করে সৃজনশীল ও অনুশীলন বইয়ের মোড়কে অতিরিক্ত মূল্য বসিয়ে বেপরোয়া বাণিজ্যে মেতে উঠেছে কয়েকটি অসাধু প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্প্রতি সমিতির পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে ডিসি, এসপি, ইউএনও ও ওসি'দের চিঠি দেয়া হয়েছে'। তিনি বলেন, 'ইতোমধ্যেই আমরা ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় লাখ কপি নিষিদ্ধ বই জব্দ করেছি। অভিযান অব্যাহত আছে'।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ জানুয়ারি বিকেলে পুরান ঢাকার ৪৮নং জাস্টিস লালমোহন রোডে একটি ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে লেকচার প্রকাশনীর প্রায় দেড় লাখ কপি নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই জব্দ করা হয়।

ডিসি'দের দেয়া চিঠিতে যা আছে

মাঠ প্রশাসনের পাঠানো এনসিটিবি'র চিঠিতে বলা হয়েছে, '১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নোট ও গাইড বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করা সম্পূর্ণরূপে হাইকোর্ট কর্তৃক (রিট নং-১৩২৪/০৮ দ্বারা) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার বাংলাবাজারসহ সারাদেশে কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী নোট-গাইড বই মুদ্রণ, ক্রয় ও বিক্রয় করে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে, যা সম্পূর্ণ আইনের পরিপন্থী। এ অবস্থায় ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ধরনের নোট-গাইড বই মুদ্রণ, ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিরোধকল্পে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো'।

নীতিমালা উপেক্ষা করে বেপরোয়া বাণিজ্য

জানা গেছে, আইনমন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে গত বছর পুস্তক প্রকাশন ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। গত ১০ নভেম্বর বাপুস'র সাধারণ সভায় এটি অনুমোদন করা হয়।

নীতিমালায় তিনটি পর্যায়ে স্কুল পর্যায়ে প্রথম থেকে নবম ও দশম শ্রেণীর সৃজনশীল অনুশীলনমূলক পুস্তকের মূল্য (কাগজের ধরন-এমজিডি ও ডিডি) ৪টি স্তরে নির্ধারণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে ফর্মা অনুযায়ী বইয়ের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ টাকা ৯০ পয়সা এবং সর্বনিম্ন ৩ টাকা ৪০ পয়সা ধার্য করা হয়। এর বাইরে কভার প্রতি ৮ টাকা এবং ইনার পেজের মূল্য ৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু নিজেদের প্রণীত ওই নীতিমালাও অনুসরণ করছে না অসাধু প্রকাশক ও নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীরা।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, লেকচার পাবলিকেশন্সের প্রকাশিত তৃতীয় শ্রেণীর অনুশীলনমূলক ৭০ ফর্মার (প্রতি ৮ পৃষ্ঠায় এক ফর্মা) বইটি বিক্রি হচ্ছে ৩৫২ টাকায়। অথচ বাপুস নীতিমালা অনুযায়ী ওই বইটির মূল্য হয় সর্বোচ্চ ২৭১ টাকা। একইভাবে ওই প্রকাশনীর চতুর্থ শ্রেণীর ৮৬ ফর্মার বইটি বিক্রি হচ্ছে ৪২৯ টাকায়, বাপুস'র নীতিমালা অনুযায়ী যার মূল্য হয় সর্বোচ্চ ৩২৭ টাকা।

এছাড়া কাজল ব্রাদার্স লিমিটেডের অনুপম নির্দেশিকার তৃতীয় শ্রেণীর ৬৮ ফর্মার একটি বই বিক্রি হচ্ছে ৩২২ টাকায়, নীতিমালা অনুযায়ী যার মূল্য হয় সর্বোচ্চ ২৬৪ টাকা। আর ওই প্রকাশনীর চতুর্থ শ্রেণির ৮০ ফর্মার একটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩৭২ টাকায়, নীতিমালা অনুযায়ী যার মূল্য হওয়া উচিত ৩০৬ টাকা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সচিব এমএ বাশেক গতকাল সংবাদকে বলেন, 'বাপুস নীতিমালা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানিয়েছি। এরপর কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড নীতিমালা মেনে চলছে, কিন্তু লেকচার প্রকাশনী তা মানছে না'।

খোলাবাজারে বিনামূল্যের পাঠ্যবই

অভিযোগ পাওয়া গেছে, পুরান ঢাকার বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতের ফুটপাতে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই। বিভিন্ন শ্রেণীর (১ম থেকে নবম শ্রেণী) একসেট বই বিক্রি হচ্ছে ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায়। কিন্তু পুলিশ ও অন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পাঠ্যবই ব্যবসায়ীদের ধরছে না।

প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই পাঠ্যবইয়ের মোট চাহিদার ৫ শতাংশ বেশি ছাপা হয় বাফার স্টক বা জরুরিকালীন সংকট মোকাবিলার জন্য। নিয়মানুযায়ী কোন স্কুলে কিছু বইয়ের ঘাটতি থাকলে, জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত বই এনে সেই সংকট কাটানোর কথা। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পাঠ্যবই পায়। ভর্তির আগে সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের বই দেয়া হয় না। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতা কিংবা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের কারণে অনেক শিক্ষার্থী বিলম্বে উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এতে তারা স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা দেরিতে বই পায়। এ সুযোগে অতি উৎসাহী অভিভাবকরা খোলাবাজার থেকে পাঠ্যবই কিনে থাকে।

নোট বই সংক্রান্ত আইনে যা আছে : জানা যায়, নোট বই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে ১৯৮০ সালে একটি আইন করা হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নোট বই ছাপা ও বাজারজাতকরণ বন্ধের উদ্যোগ নেয়। ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর সরকারের অনুমোদিত নিয়মানের বই, নোট ও গাইড বই বাজারজাত বন্ধ করতে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের সাহায্য নিতে ডিসিদের নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির তৎকালীন সভাপতি আবু তাহের ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। এতে বলা হয়, নোট বই নয়, গাইড বই প্রকাশ করে তা বাজারজাত করা হচ্ছে। কিন্তু রিট আবেদনকারীর যুক্তি খণ্ডন করে উচ্চ আদালত ওই বছরের ১৩ মার্চ ১৯৮০ সালের নোট বই নিষিদ্ধকরণ আইনের আওতায় নোট বইয়ের সঙ্গে গাইড বইও বাজারজাত ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বহাল রাখেন। পরবর্তী সময়ে উচ্চ আদালতের রায়ের পর রিট আবেদনকারী আপিল করলে উচ্চতর আদালত 'আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়' মর্মে আপিল বিভাগে আবেদন করলে আপিল বিভাগ ওই আবেদন খারিজ করে দেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের নভেম্বরে নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন আবু তাহের। তখন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ উচ্চ আদালতের আদেশ স্থগিত করেন। এতে পুনরায় নোট ও গাইড বই বাজারজাত শুরু হয়। এ অবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের নভেম্বরে আপিল বিভাগে বিষয়টির ওপর শুনানি হয়। শুনানি শেষে আপিল খারিজ করে দেয় আদালত। ফলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট-গাইড, নিম্নমানের বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রি ও বিতরণ করার উদ্দেশে মজুদ রাখা অবৈধ হয়।